গীতিকা

শ্রীসুশীল কুমার সেন।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩৪২ সাল।

কলিকাতা।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী,

১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত,

মিত্র প্রেস,

৪৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

যার লাগি মোর এ গানের ফুল
ঝরেছে অশ্রু সাথে,
তাহারে যে জন ভালবাসে হেথা
(সব) তুলে দিনু তারি হাতে ॥

সুশীল কুমার সেন ।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

গীতিকা

(১)

তুমি আসিবে বলিয়া কত আর বল
পথ পানে রব চাহিয়া,
কত আর বল কাটাব জীবন
বিরহের গান গাহিয়া

প্রভাতের সেই অরুণ তপন
দিবসের বুকে জাগায়ে স্বপন
সন্ধ্যার কোলে ঐ পড়ে ঢ'লে
প্রভাতের স্মৃতি বহিয়া ;

নব ফাল্গুন আসিল ফিরিয়া
গত বরষের স্মৃতিটি স্মরিয়া,
কাননে কাননে মিলনের তানে
গাহিল পাপিয়া পিয়া পিয়া ৷

লুকালো যে চাঁদ অমানিশায়
আজি সে ফিরেছে পূর্ণিমায়,
(আজি) মিলনের তানে বিশ্ব মাতিছে
(সুধু) মোর পথ চাওয়া হবে কিগো মিছে ?
তুমি কিগো প্রিয় আসিবে না ফিরে
প্রেমের তরিটি বাহিয়া ?

(২)

কোন পথে গেলে ওগো বঁধু মোর
দেখা হবে তব সাথে ?
(আমি) পথ হারা হয়ে ঘুরে মরি স্থধু
বারি ঝরে আঁখি পাতে ?

দুর্গম মরু সাগর মাঝারে
অথবা গভীর কানন কান্তারে
বলগো সে পথ কোথা কত দূরে
আমি, পাব কোন সাধনাতে।

যে পথে পাখীরা আপন কূলায়
ফিরে যায় ওগো সন্ধ্যা বেলায়
যে পথে তপন লয়গো বিদায়—
শ্রান্ত ধরণী হ'তে,
সেই পথে কিগো সেই পথে ?
কোন পথে গেলে ওগো দাও ব'লে
মিলিব তোমারি সাথে।



(৩)

জীবন যখন ফুরায়ে যাবে
ক্লান্ত দিনের শেষে
তখন তুমি সম্মুখে মোর
দাঁড়ায়ো বারেক এসে !

আঁধার যখন আসবে ঘিরে
পাখীরা সব ফিরবে নীড়ে
সাথীরা সব ফিরবে যখন
যে যার আপন দেশে,
তখন তুমি এসো গো প্রিয়
চির মোহন বেশে !

(যবে) মৃত্যু পারের আঁধার পথে
চলব তিমির রাতে
(যবে) পথের কথা বলতে আমার
রইবে না কেউ সাথে,
এসো গো প্রিয় তখন এসো
চির নবীন বেশে
আঁধার মাঝে হাত ধরে মোর
পথ দেখায়ো হেসে ॥

---

(৪)

আঁধার যখন আসবে নেমে
দিনের অবসানে
বন্ধু ওগো! মোদের মিলন
হবে কি সেই খানে?
নিভিয়ে দিয়ে আঁখির আলো
আঁধার যেথায় বেসে ভালো
ডেকে নেবে গোপন হৃদয় তলে।

সেথায় মোরা দোঁহার বুকে
ঘুমিয়ে কিগো রইব সুখে;
বাহুর মালা পরিয়ে দিয়ে গলে?
ঘুচিয়ে দিয়ে সকল চাওয়া
প্রণয় বিবশ প্রাণে।

(যবে) সাঙ্গ হবে গানের পালা
শুকিয়ে যাবে ফুলের মালা
রিক্ত প্রাণে রইবে সুধু
আমার গোপন আমি,

খেলা শেষের বাজিয়ে বাঁশী
তখন ওগো ভাল কি বাসি—

দুয়ারে মোর নীরব পায়ে
আসবে তুমি নামি ?
আমায় নিয়ে চলবে ভেসে
সীমা হারার পানে।

(৫)

তেমন ক'রে ব্যাকুল সুরে
কবে তুমি ডাকবে গো,
যে ডাকেতে ঘুম ভেঙ্গে মোর
প্রাণের মানুষ জাগবে গো !
যে ডাকেতে খুলবে তাহার
লক্ষ যুগের বন্ধ দুয়ার
অন্তরালের সকল আঁধার
এক নিমেশেই কাটবে গো।

তুমি যদি ডাক দিয়ে নাও
মুখের পানে মুখ তুলে চাও
তাহলে কি আরো পাওয়ার
ভাবনা কিছু থাকবে গো !

তোমায় পাওয়ার অন্তরালে
সকল চাওয়াই ঢাকবে প্রাণের
সকল পাওয়াই ঢাকবে গো।

(৬)

তোমারি পানে বুঝি
ছুটেছে সবে আজি
আকুল উন্মনা
আবেশ জড়া প্রাণে,

শুনেছে তব গান
তোমারি আহ্বান,
বুঝিগো যায় তাই
তোমারি সন্ধানে !

পবন যায় চলি
পরশে চঞ্চলি
তোমারি পানে বুঝি
তোমারি পানে গো

আপন স্রোত বেয়ে
তটিনী চলে গেয়ে
মিলায়ে সুর বুঝি
তোমারি তানে গো।

মেঘেরা দলে দলে
আকাশে উড়ে চলে
সুদূর কোন দেশে
কোথা সে কোনখানে
রাতের তারা যত
প্রভাতে হয় গত
তোমার পথ বুঝি
জানে গো ওরা জানে!

অরুণ আসে প্রাতে
দিনের আলো হাতে
আবার দিন শেষে
কি ভাবি চ'লে যায়
তোমারি পথ বুঝি
সহসা পায় খুঁজি
পেছন পানে তাই
আর না ফিরে চায়।

সবারি মাঝে বুঝি
দিলে গো ধরা দিলে
সবারে বুঝি তব
কাছেতে টেনে নিলে ;
দূরে কি ওগো বঁধু
রাখিলে মোরে স্মধু
আপনি নিয়ে যেতে
জীবন অবসানে।

(৭)

আমার সকলি গিয়েছে স্মধু
ভালবাসা নাহি গেল,
মিছে আশে বসে বসে দিন ফুরাল
তবু ভালবাসা নাহি গেল।
যে লতাটি সুখে দুখে
রেখেছিনু লুকিয়ে বুকে
নিরাশার উষ্ণ শ্বাসে তাও শুকালো।
জ্বালায়ে যে দীপ-শিখা
নিশীথ কাটিল একা
নীরবে নয়ন ঝরি তাও নিভিয়া গেল।

যার লাগি মালা গাঁথি
জাগিয়া কাটিল রাতি
সে নাহি আসিল মোর মালা যে শুকাল।
জীবনের যত আশা
মরমের যত ভাষা
সকলি ফুরাল স্বধু ভালবাসা নাহি গেল।

(৮)

আমি, জীবন ভ'রে খুঁজে তোমায়
নাও যদি গো পাই
রইব আশে পরপারের
দুঃখ কিছু নাই।
একলা পথে সারা বেলা
তোমায় ভালবেশে
দিন ফুরালে যাবো চ'লে
পরপারের দেশে,
স্বধু, চলতে পথে তোমার ছবি
রয় যেন মোর বুকে—
আর কিছু না চাই।

তোমায় ভেবে চলতে পথে
আঘাত যত বাজবে এসে বুকে
আমি সইব সে মোর সকল ব্যথাই
সইব হাসিমুখে।
বিফল হোলেও সব সাধনা মোর
তোমার প্রেমেই হয় যেন গো ভোর
সুধু, পথের শেষে আলোর পারাবারে
কণ্ঠে আমার তোমার গানের
সুরটি যেন পাই।

(৯)

কবে মোর বিজন ঘরে
তোমার বিজয় রথে চ'ড়ে
আসবে ওগো অভিমানি ?
আমার এই বুকের মাঝে
উঠবে জ্বলে যে কোন সাঁঝে
তোমার প্রেমের প্রদীপখানি !

আর কত দিন বিরহ গান গেয়ে
কাটবে দিবস এমনি পথ চেয়ে।
একলা ঘরের দ্বারের পাশে
আর কত কাল তোমার আশে
বাজাব এই সুর বেদনার
জীবন বীণার তার টানি ॥

(১০)

কেন দূরে থেকে কর ছলনা ?
চোখের ভাষায় কি কথা জানাও
মুখ ফুটে কেন বলনা।
(আমি) পিয়াসী চাতক তৃষিত প্রাণে
চেয়ে থাকি তব মুখের পানে
(তুমি) ক্ষণিক হাসিয়া চকিতে মিলাও
(মোর) প্রাণ ভ'রে দেখা হোলনা।

ওগো নিঠুর প্রিয় কি কঠিন ডোরে
কেমনে বলগো তুমি বেঁধেছ মোরে
কি নিঠুর খেলায় বল দিবস রাতি
দহিছ হৃদয় মম এমন ক'রে।

ওগো নিদয় এ কি কঠিন বাধা
হতাশে চাওয়া সুধু নীরবে কাঁদা
নয়ন জলে মোর ফুরাল বেলা
তবুও এ নিঠুর বাধা গেল না॥

(১১)

কেন অমন ক'রে লুকিয়ে বেড়াও
আমার মনের আড়াল দিয়ে
ধরা না দাও ডাক দিয়ে যাও
ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চলিয়ে।
ব্যাকুল আমার হিয়ার মাঝে
তোমার নূপুর সদাই বাজে
বাঁশী তোমার ক্ষণে ক্ষণে
সুরের দোলায় মনের কোনে
দোল দিয়ে যায় আকুলিয়ে।

দিবস রাত্তি নয়ন মম
তোমার রূপে হে নিরুপম
বিভোর হ'য়ে মিছেই খুঁজে মরে
হৃদয় আমার বাঁশীর স্থরে
কোন অজানায় বেড়ায় ঘুরে
প্রণয় আবেশ ভরে।
এবার ধরা দিয়ে হৃদয় মাঝে
আপনাকে মোর তোমার কাজে
জগৎ মাঝে দাও বিলিয়ে।

(১২)

তোরা শুনতে কি পাস
শুনতে কি পাস ওরে!
আজ দখিন হাওয়ায় ফুলের বনে
যে স্থর কেঁদে মরে?
বকুল বনে ঐ যে পাখী
গাইছে সকাল হোতে
স্থর মিলিয়ে কোন অজানার
পাগল স্থরের স্রোতে;

দুয়ার খোল দুয়ার খোল ব'লে
ঐ যে পাগল ডাক দিয়ে যায় চ'লে
ঘুমিয়ে থাকা প্রাণের দোরে দোরে ;
তোরা শুনতে কি পাস
শুনতে কি পাস ওরে ?

ঐ যে আসে ঐ যে আসে
সকল ভুবন ছেয়ে
বিশ্ব গানের দরদী আজ
সুরের তরী বেয়ে,
সুরের নেশায় দিল মাতাল ক'রে।
তোরা শুনতে কি পাস
শুনতে কি পাস ওরে ॥

(১৩)

হে প্রিয়মত জীবনে তোমারে
মিছে খুজে মরি ঘুরে
জানি নে যে তুমি রয়েছ আমার
গোপনে হৃদয় পুরে।
(আমি) আপনার ক্ষিণ পথ রেখা ধরি
কাছে রেখে তোমা দূরে যাই সরি
পথে পথে স্বধু মিছে খুঁজে মরি
তোমারি বাঁশীর সুরে।

(তুমি) রয়েছ আমার জীবনে মরণে
রয়েছ আমার অতীত স্মরণে
রয়েছ আমার পূরণে হরণে
(আমার) সকল আমার জুড়ে ;
(তুমি) রয়েছ আমার বড় কাছে ওগো
তবু রয়েছ যে বড় দূরে।

(১৪)

তোমার আশীষ
আমার মাথার পরে
পরুক ঝ'রে পরুক ঝ'রে,
এই জীবনের রিক্ততা সব
উঠুক ভ'রে উঠুক ভ'রে।

হারিয়ে গেছে যে ধন আমার
ফুরিয়ে গেছে যাহা
তোমার মাঝে, আমার চোখে
মিলুক আজি তাহা ;
জীবন ভ'রে অবিরত
অবুঝ আঁখি ঝরল যত
সে কাঁদা মোর দাওগো আজি
দাও গো ধন্য ক'রে।
(আজি) তোমার আশীষ মাথার পরে
পরুক ঝ'রে পরুক ঝ'রে।



(১৫)

যে গান খানি জগত মাঝে
গাইতে ছিল আশা
হোলনা বুঝি এই জীবনে
হোলনা সে গান গাওয়া।
যাহার লাগি ছিল আমার
প্রাণের ভাল বাসা
তারেও বুঝি হোলনা আমার
হোলনা এবার পাওয়া।
দুই নয়নে বহে অশ্রু ধারা
পূজা আমার হয়নি আজো সারা
(তাই) তোমার কাছে সাহস ক'রে
আজো আমার হয়নি তারে চাওয়া।
যে গান খানি গাইতে ছিল আশা
হোলনা বুঝি হোলনা এবার
হোলনা সে গান গাওয়া।

তোমার কাছে গাইব বলে
সকাল হোতে নয়ন জলে
একলা বসে যে গান হোল সাধা,
এখনো সেই গানের মাঝে
সাধের সুরটি লাগলো না, যে,

পড়লো না'কো গানের সুরে
প্রাণের সুরটি বাঁধা।
(তাই) যে গান খানি গাইতে ছিল আশা
হোলনা বুঝি হোলনা এবার
হোলনা সে গান গাওয়া ॥

(১৬)

কোন উদাসীর ব্যাকুল বাঁশী
বাজল আজি হিয়ার পরে
বলছে ডেকে আয় চ'লে আয়—
সকল বাঁধন ছিন্ন ক'রে।
বলছে বাঁশী গভীর সুরে
কেনরে তুই মরিস ঘুরে,
আয় চ'লে আয় আমার কাছে
সকল ব্যথা যাবে দূরে।

মিছে তুই করিস আশা
মিছেরে তোর ভাল বাসা
মিছেরে তোর ব'সে থাকা
মায়ায় বাঁধা আপন ঘরে।

(ওরে) চাওয়া পাওয়া চুকিয়ে দিয়ে
আপনাকে তোর আপনি নিয়ে
আয়রে বাঁধন ছিন্ন ক'রে ॥

(১৭)

সবার মাঝেই আপন তুমি
সবার মাঝেই পর।
সকল ঘরেই আছেগো তব
আছে আপন ঘর।
রয়েছ তুমি সবার প্রাণে
রয়েছ তুমি সকল গানে
রয়েছ তুমি সকল খানে
রয়েছ নিরন্তর।
যে জন তোমায় সকল কাজে
চিনিতে পারে আপন মাঝে
(কেবল) তাহার পরাণ বীণায় বাজে
তোমার বীণার স্বর।
সবার মাঝেই আপন তুমি
সবার মাঝেই পর ॥

বুকের মাঝে আসন তব
রয়েছে পাতা যে অভিনব
সেথায় তুমি সদাই জাগো,
নাইকো আপন পর ॥

(১৮)

(আমার) প্রাণের সুরে এমন ক'রে
বাঁধব বীণার তার
তোমার সুরে আমার গানে
হবে গো একাকার।
বিশ্ববাসী বিবশ প্রাণে
রইবে চেয়ে মুখের পানে
আকাশ বাতাস পাগল গানে
ফেলবে অশ্রু ধার।
প্রাণের সুরে এমন ক'রে
বাঁধব বীণার তার ॥

মরা নদী উঠবে বেঁচে
তালে তালে ছুটবে নেচে
বিশ্ব গানের সুরের তানে
তুলবে গো ঝঙ্কার।

দৃষ্টি-হারা বধির যারা
নয়ন শ্রবন পাবে তারা
চলবে গেয়ে আপন হারা
সুরের আলোয় কাটবে অন্ধকার ॥

(১৯)

আমি চির আঁধারের ভ্রান্ত পথিক
পথ পাশে আছি প'ড়ে
তব প্রেমা লোকে ঘুচায়ে আঁধার
(ওগো) তুলে নাও তব ঘরে।
আমায় দাও গো মুক্ত ক'রে।

ঘুচাও আঁখির কালো আবরণ
ঘুচাও যা আছে মিছে আভরণ
ঘুচায়ে আমার জীবন মরণ
দাও গো মুক্ত ক'রে,
আমায় দাও গো পূর্ণ ক'রে।

ঘুচায়ে আমার জ্ঞানের গর্ব্ব
মিছে অহমিকা করিয়ে খর্ব্ব
তোমার প্রেমেতে মোর প্রেম ওগো
দাওগো যুক্ত ক'রে,
(আমায়) দাওগো ধন্য ক'রে ॥

(২০)

এত আনন্দ কোথা ছিল ওগো
কোথা ছিল এত গান,
কোথা ছিল এত রূপের মাধুরী
বসন্ত পিক তান ?
আনন্দে ভরা আজি এ ভুবনে
বহিয়া আনিছে সে সুর পবনে
(মোর) পাগল হৃদয় দোলে ক্ষণে ক্ষণে
আকুলিয়ে সারা প্রাণ।
এত আনন্দ কোথা ছিল ওগো
কোথা ছিল এত গান ?

ঐ যে ডাকে সুরের পাগল
একতারাটি হাতে
"গানের সুরের স্রোত বেয়ে আয়
আয় কে যাবি সাথে ;
আনন্দের ঐ সাগরে আজ
দেখ উঠেছে তুফান ॥

(২১)

তোমার সুরটি দাওগো মোরে
দাওগো মোরে,
তোমারি গান গাইব আমি
জনম ভ'রে জনম ভ'রে।
এই জগতে তোমারি গান
গাইতে আমার আসা
জীবন খানি ধন্য করে
তোমায় ভালবাসা,
সফল হোলে সেই সাধনা
সেই কামনা মোর
চ'লে যাবো তোমার আপন ঘরে
(যবে) মরণ রাতি আসবে আঁধার ক'রে।

(আমি) দিনে রাতে কেবল ক্ষেপার মতো
তোমায় ভেবে গান বাঁধি যে কতো
(স্থধু) গাইবারে চাই গাইতে নাহি পারি
স্থর লাগেনা আমার কণ্ঠ স্বরে।

(২২)

আমার বাদল রাতের গানের সাথী
এসেছে আজ ঘরে
ও তার নূপুর ধ্বনির তালে তালে
বাদল ধারা ঝরে।
সালের বনে শিহর লাগে
তারি গানের অনুরাগে
কোন অজানার দরশ মাগে,
আজকে রাতের তরে।

মেঘ সাগরের উদাস পথিক
মেঘের সাথেতে
নেমে এলো ধরার বুকে
আজকে রাতে তে।

আজ বাদলের গানের সাথে
মোর নয়নের ঘুম ভোলাতে
মোর সুরে আজ সুর মেলাতে
গাইছে সোহাগ ভরে ॥

(২৩)

আজি ব্যথায় রাঙা হিয়ার মাঝে
মিলন বাঁশী কে বাজালো
আমার এই জীবন সাঁঝে
(আজ) কে ফোটালো ভোরের আলো ?
মনের কোনে আজ গোপনে
পশিল কে ধীর চরণে,
(আজি) রুদ্ধ নদীর দগ্ধ বুকে
স্নিগ্ধ ধারা কে বহাল ?

ভাঙা এ মোর বীণার তারে
জীবন ভ'রে বারে বারে
বাজল যে গান ক্লান্ত বেহাগ সুরে,
কে আজিকে এই অবেলায়
বাঁশীর সুরে বাজালো তায়
ভৈরবীতে শ্রান্ত হৃদয় পুরে।

যারে ডেকে সুখে দুখে
আঘাৎ সুধু বাজল বুকে
সেই কি আমার শ্যামল বঁধু
আজকে মোরে বাসল ভাল।

(২৪)

একা মোর দিন কেটে যায়
পথ চেয়ে হায় তোমার তরে।
হে প্রিয় নিরজনে
বসিয়া আনমনে বিজন ঘরে।
যে কুশুম ফোটে প্রাতে
আমার এ আঙ্গিনাতে
নীরবে সাঁঝ বেলাতে লুটিয়ে পড়ে,
(মোর) সে ফুলে মালা গাঁথি
জাগিয়া কাটে রাতি
নিরাশে ব্যথার ব্যথি অশ্রু ঝরে।

যে পাখী প্রভাত বেলায়
নীড় ছেড়ে যায় উড়ে যায়
ফিরে সে আসে কুলায় ডুবিলে দিনমনি

যে বিধু অমানিশায়
অভিমানে ওঠেনা হায়
সেও আবার জোস্না ধারায়
ডুবায়ে দেয় ধরণী।
সুধু মোর কুটীর দ্বারে
বাজেনা হ'রে
তোমার ঐ নূপুর ধ্বনি
আঁখিজলে দিনরজনী
হয় যে গত বেদন ভরে।

(২৫)

যখন আমায় ডাক দিয়েছ প্রিয়
তখন ঘরের বাঁধন ছিন্ন ক'রে
বাহির হ'তে দিও!
শিখিয়ে তোমার গোপন বাণী
সব হারাবার মন্ত্র খানি,
তোমার সবার মাঝে আপন যেথা
সেথায় মোরে সঙ্গে ক'রে নিও
যখন আমায় ডাক দিয়েছ প্রিয়।

আমার আপন ব'লে রয়না যেন কিছু
চলতে নয়ন চায় না যেন পিছু
সবার চির আপন মাঝে নিয়ে
মোরে ধন্য ক'রে দিও
যখন আমায় ডাক দিয়েছ প্রিয়

(২৬)

ওগো সুরের দরদী
তোমার ঐ সুরের নেশা
আমায় দিল মাতাল ক'রে।
যা ছিল মোর আপন মনের
গোপন ধ্যানের
সে যে নিল সকল হ'রে।

আমার ঘুচিয়ে দিয়ে ঘরের বাঁধন
হারিয়ে ফেলার বিফল কাঁদন,
সব হারাবার অশ্রু জলে
বাঁধল কঠিন ডোরে।

আমার প্রাণের মাঝে যেগান খানি
ঘুমিয়ে ছিল তারে কি জানি,
তোমার ঐ পাগল সুরের পরশ পেয়ে
সহসা আজি উঠল মেতে।

নিরালা মোর মনের কোনে
ফাগুন যেথা ছিল গোপনে
বিবশ হিয়া সেথায় আজি
সুরের আসন দিল পেতে ;
আপনাকে মোর ভাসিয়ে দিল
তোমার ঐ সুরের স্বপন ঘোরে ॥

(২৭)

ও তুই, এই জীবনের চলার পথে
যা পেয়েছিস নেরে তুলে
পাসনি যাহা নাই বা পেলি
সে কথা আজ যা'রে ভুলে।
ঐ চেয়ে দেখ দিনের শেষে
নামছে আঁধার ধরায় এসে
পারের মাঝি ডেকে ডেকে
শেষে খেয়া তার দেয়রে খুলে।

যে গান খানি হয়নি শেখা
কাজ কিরে তায় যা ফেলে যা
যা শিখেছিস হোক সে মিছে
যাবার বেলায় তাই গেয়ে যা।
মিথ্যে কেন ভাবিস ওরে!
রইল যা' তা থাকনা পড়ে
যা পেয়েছিস তাই নিয়ে চল
জীবন নদীর সাগর কূলে।

(২৮)

বিশ্ব আজি উঠল মেতে
দরদী গো তোমার গানে
বনে বনে গাইছে পাখী
ওই গানেরি ছন্দে মানে।
আকাশ পারে ঐ যে শুনি
ব্যাকুল তোমার বাঁশীর ধ্বনি
পবন ব'য়ে দিচ্ছে আনি
গোপনে মোর কানে কানে।

বনের নীরব অন্তরালে
ময়ূর নাচে তালে তালে
ভ্রমর বুঝি ঐ সুরেতেই
গুঞ্জরিছে ফুল বিতানে
আনন্দে আজ বিশ্বমাঝে
প্রেমের সুরে যে গান বাজে
সেই গানেরই বিভল পরশ
লাগল কি আজ আমার প্রাণে ॥

(২৯)

কে আজি ডাকলো মোরে বাঁশীর সুরে
গোপন ইসারায়
ও তার মাতাল পরশ লাগলো আমার
প্রাণের কিনারায়।
প্রভাতের আলোর ধারায়
ফাগুনের ব্যাকুল হাওয়ায়
হৃদে মোর দোল দিয়ে যায়
গভীর বেদনায়।

দিক হারান ঐ সুদূরে
না জানা কোন গানের সুরে
কোন বিরহীর বাঁশী ঝুরে
আজকে নিরালায়।
ব্যাকুল বাঁশীর করুণ তানে
কে তুমি আজ পাগল গানে
ঘর ছাড়ান পাগল টানে
টানলে গো আমায়।

(৩০)

বাদল ঝরে ঝরে বাদল
ঝর ঝর বিরাম হারা
শূন্য ঘরে পরাণ কাঁদে
কাঁদে পরাণ পাগল পারা।
বিফলে কার আসার আশে
রইগো ব'সে দ্বারের পাশে
সারা বেলা সারা বেলা
কাহার লাগি বাদল ধারার
মতই যেগো ঝরে আমার
ব্যাকুল চোখের ধারা।

মাঠের শেষে সালের বনে
বাদল হাওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে
কাঁপন দিয়ে কাঁপন দিয়ে
সুধায় যেন কাহার কথা।
জানায় কি যে ব্যাকুলতা
বাদল ঝরার গানের সাথে
ব্যাকুল বসুন্ধরা।

(৩১)

মম শূন্য কুটীর দুয়ারে
কার চরণের নূপুর ধ্বনি
সহসা উঠিল বাজিয়ারে।
মনে হয় যেন সে ধ্বনিখানি
জীবন ভরেই জানি গো জানি
তারি তরে যেন বসে আছি আমি
পথ চেয়ে নিশি জাগিয়ারে।

আজি, এলোকি আমার প্রাণের দেবতা
ঘুচাইতে মোর মরমের ব্যথা
এলো কি আমার সুরের দরদী
সুরের তরিটী বাহিয়ারে ?
মম শূন্য কুটীর দুয়ারে ॥

(৩২)

ওরে আঁধার ঘেরা মন,
তোর রুদ্ধ ঘরের দুয়ার খুলে
নয়ন মেলে দেখ চেয়ে আর
কাণ পেতে ঐ শোন।

ডাক দিয়ে যায় বিশ্ব পাগল
খোল রে ও তোর ঘরের আগল,
দীপ্ত প্রাণের অরুণ আলোয়
গেল ভুবন ছেয়ে।
ও তুই দুয়ার খুলে বাইরে এসে
দেখরে বারেক চেয়ে!
এখনো কে ঘুমের ঘোরে
রইলি অচেতন ॥

ছিল যারা চেতন হারা
প্রাণের সাড়ায় জাগলো তারা
তুই কি সুধুই একলা ঘুমে
থাকবিরে মগন ॥

---

(৩৩)

কেন দেখা দিয়ে ওগো দূরে চলে গেলে
বারেকের তরে আসি
আমি সুধু তব পথ পানে চেয়ে
নয়নের জলে ভাসি।
চেয়ে থাকি দূর মেঘের পানে
ভাবি তব কথা বুঝি সে জানে
চাঁদেরে সুধাই ওগো কোন খানে
বঁধু মোর পরবাসী ?

আমি তারকার পানে মেলি দুটি আঁখি
নীরব নিশীথে জেগে বসে থাকি
দিগন্তে সুধু শুনি ডাকি ডাকি
কেঁদে ফেরে কার বাঁশী !

আমারো পরাণ কাঁদে সেই সুরে
দিকে দিকে তোমা খুঁজে মরে ঘুরে
এবারের মত রহিলে গো দূরে
(বুঝি মোর) অপরাধ ভালবাসি।

(৩৪)

বিশ্বে ওরা বিরাট কায়া ধ'রে
আমার নয়ন হ'তে তোমায় ওগো
রাখলো আড়াল ক'রে।
ঘরের থেকে দেখার মত
বাতায়নের আলোক যত
কঠিন হাতে দিলো বন্ধ ক'রে।
ভুলিয়ে আমায় নানান ছলে
ভীষণ ওদের কোলাহলে
তোমার গানের সুরের মধুটুকু
ডুবিয়ে দিলো বিপুল গর্ব্ব ভরে
তোমায় ওরা সারা বেলাই
রইল আড়াল ক'রে॥

সেই যে ওগো ভোরের বেলায়
অমনি ডেকে ছিলে খেলায়
সেই ডাকেতে আজো আমায়
থেকে থেকে ব্যাকুল করে,
তবু ওরা কতই ছলে
কত মতে কতই বলে
ছুয়ার এঁটে রাখলে আমায় ঘরে
জীবন ভ'রেই ওরা তোমায়
রইল আড়াল ক'রে ॥

(৩৫)

কে ওগো তুমি বাজাও বাঁশী
আমার মনের কুঞ্জ বনে
সুরের দোলায় শিহর জাগায়
হৃদয় মাঝে ক্ষণে ক্ষণে !
অন্তর মোর দিবস রাতি
পাগল সুরের নেশায় মাতি
খুঁজে মরে তোমার অকারণে ।

কোথা তুমি ওগো কোন সুদূরে
বাজাইছ বাঁশী কি মধু সুরে
কোন বীথিকার ছায়ার
নিরালায় বসি কি মায়া ছলে
কি গাহিছ ওগো আপন মনে ?

বুঝিনে তোমার কি বলে বাঁশী
খুঁজে সুধু, আঁখি জলেতে ভাসি
পাইনে তবুও সুরের পিয়াসী
অন্তর বলে আছো গো আছো
খোঁজার পালা সাঙ্গ হোলে
হবে দেখা তোমার সনে

(৩৬)

আমার বোঝা'র পালা শেষ করে দাও
ঘুচিয়ে দাও গো সকল বাধা,
যে সুরখানি পথে পথে
সেধেছি সেই সকাল হ'তে
(এবার) পূর্ণ ক'রে দাও গো আমার
ব্যর্থ বীণার সে সুর সাধা।

একলা পথে ঘুরে ঘুরে
ব্যাথার আঁখি জলে
তোমার কথা সুধাই আমি যারে
ডাক দিয়ে সে আপন কথাই
বোঝায় নানা ছলে
(সুধু) তোমার কথাই বলতে নাহি পারে।

(আমার) অনেক পথেই হো'ল খোঁজা
অনেক কথাই হো'ল বোঝা
অনেক সুরেই হো'ল বীণা বাঁধা,
(এবার) অনেক খোঁজা অনেক বোঝা
অনেক সুরের শেষে
তোমার সুরটি লাগ্‌বে নাকি প্রাণে ?
(ওগো) এখন কি শেষ হবেনা কাঁদা ॥

(৩৭)

আমার যাহা কিছু আছে ওগো প্রিয়তম
সে'তো তোমারি সবি তোমারি,
আমি স্বুধু ওগো জনমে জনমে
তব দ্বারে চির ভিখারী স্বুধু ভিখারী।

শেষ হারা তব অজানা এ পথে
নিশিদিন আমি চলি কোন মতে
(স্বুধু) তব সম্বদ হেরি পথ পাশে
ক্ষিণ আঁখি দু'টি পশারি ওগো পশারি!
আমি চলিতে চলিতে একা পথ মাঝে
যাহা কিছু পাই প্রভাতে ও সাঁঝে
আন মনে পুনঃ ফেলে যাই চ'লে
স্মৃতিটুকু নিয়ে ব্যথারী মোর ব্যথারী।

বিপুল তোমার নিখিল বিশ্ব
সব দিয়ে মোরে করেছ নিঃস্ব,
(তাই) রিক্ত হৃদয়ে এক ব'সে আমি—
মালা গাঁথি স্বুধু কথারি মিছে কথারি।

---

(৩৮)

যদি গো চকিত শিখায় জ্বালালে বাতি
আমার আঁধার প্রাণের দ্বারে
কেন নিভিয়ে দিলে ডুবিয়ে দিলে
আবার তারে গভীর অন্ধকারে।
যদি আঁধার মাঝে পথ দেখাতে
আপনি এলে প্রদীপ হাতে
পরিয়ে দিলে কণ্ঠে তোমার
বিজয় মাল্যখানি।
(তবে) আবার কেন হে প্রিয়তম
নিভিয়ে বাতি স্বপন সম
লুকালে মোরে পথের মাঝে আনি ?

আঁধার পথে আলোর মায়ায়
সঙ্গি হারা একলা আমায়
ফেলে গেলে শূন্য তরী
খেয়া ঘাটের পারে।
পারে যাবো নাইকো তরী
নাইকো মাঝির দেখা
নাইকো আলো কেমন ক'রে
ফিরবো ঘরে একা ?

ঘরে পারের মাঝখানেতে
ধূলার পরে শয়ন পেতে
আলোর লাগি সারা বেলা
এমনি কিগো ভাসবো নয়ন ধারে।

(৩৯)

আজি উতলা দখিনা বায়
কি সুর বহিয়া যায়—
কে যেন ব্যাকুল সুরে
গাহিছে হৃদয় পুরে
সে কোথায় ওগো সে কোথায় ?
আঁধার আসিছে ঘিরে
পাখীরা ফিরিছে নীড়ে
ব্যাকুল স্রোতের জলে
ঢেউগুলি কল কলে
কি যেন গাহিয়া যায়
সে সুরে পরাণ মম
কেঁদে বলে সে কোথায় সে কোথায় ?

ওপারে তটিনী তীরে
দূরে যাওয়া গাভীটিরে
রাখাল ডাকিছে আয়,
আমার পরাণ কাঁদে সে কোথায়
সে কোথায় ওগো সে কোথায় !

(৪০)

তুমি আমায় ডাক দিয়েছ
বাহির হ'তে
তাইতো আমি তোমার লাগি
এলেম পথে !

একলা আমার আঁধার ঘরে
ছিলেম আমি ঘুমের ঘোরে
এলে তুমি নিঝুম রাতে
স্বপন রথে
ডাক দিলে গো আপনি এসে
দুয়ার হ'তে।

চমকে উঠে চাইনু মেলি
ব্যাকুল আঁখি
শুনি স্থধু ডাকছে নীড়ে
ভোরের পাখী।
আবার তুমি ডাক দিলে গো
বাহির হ'তে
তাইতো আমি তোমার লাগি
এলেম পথে ॥

(৪১)

আমার পাগল এ পরাণ নিয়ে
কেমনে দিন কাটাই বল
সে যে শোনে নাকো কোন কথা
স্থধু ফেলে আঁখি জল।
আমি যত বলি ওরে পাগল
কি তোর হয়েছে বল ?
তত সে নীরবে বসি
কাঁদে অবিরল।

বসিয়া শাখীর ও শাখে
সুখে যবে পাখী ডাকে
তখনি সে কেঁদে বলে—
ঘর ছেড়ে ঐ বনে চল,
নিশীথে অসীমাকাশে
যখনি চাদিমা হাসে
তখনি সে কেঁদে বলে
উড়ে চল ঐ আকাশে,
একা থেকে এই ভুবনে
জীবনে আর কিবা ফল !

(৪২)

নিশীথ পোহাল সখি
আঁখি মেল আঁখি মেল।
পূরব অচলে রবি
এঁকেছে উষার ছবি
বারেক দুয়ার খুলে
চেয়ে দেখ কত আলো।
হের গো অঙ্গন পরে
বকুল পড়েছে ঝরে
তোর ওগো তোল তারে
সোহাগে ভরি আঁচল।

ফুল বনে মধু বায়ে
আনন্দে পাপিয়া গাহে
পবন তাহারি সুরে
ডেকে বলে দ্বার খোল!
এতদিন যার লাগি
কাঁদিয়া কাটালে জাগি
আজিকে দেখ গো চেয়ে
সে বুঝি ফিরিয়া এলো।



(৪৩)

ভালবাসি তোমায় আমি
সেই সুখেতেই ভালবাসি
সেই সুখেতেই বিভোর হ'য়ে
একলা ব'সে কাঁদি হাসি।
দেখা যদি নাইবা দিলে
নাইবা কাছে টেনে নিলে
এই কথাটি জানি, তুমি
আমার আপন গৃহবাসী,
ভালবাসি তোমায় আমি
সেই সুখেতেই ভালবাসি।
আমি যত গান গাহি গো
তোমার লাগি আপন মনে
তোমার লাগি আমার যত
অশ্রু ঝরে দুই নয়নে,
জানিনে মোর সে অশ্রু গান
কাঁদায় কিনা তোমার ও প্রাণ,
এই কথাটি জানি সুধু
আমি তোমায় ভালবাসি,
ভালবাসি তোমায় আমি,
সেই সুখেতেই ভালবাসি॥

(৪৪)

এই জীবনের নূতন পথে
কবে আমার যাত্রা সুরু হবে
তোমার পায়ের চিহ্ন ধ'রে
বন্ধু ওগো চলব আমি কবে ?
কবে চির মোহন বেশে
দাঁড়াবে মোর প্রাণে এসে
কবে আমায় তোমার কাজের
যোগ্য করে লবে।

এই কান্না হাসির জগত মাঝে
(আমি) ঘুরে মরি বিফল কাজে
(কেবল) আপন মনে আপনি আসি যাই,
কত পায়ের চিহ্ন ধরি
মিথ্যে আশে ঘুরে মরি
(সুধু) তোমার পায়ের
দাগ খুঁজে না পাই !

(কবে) এই বদ্ধ নয়ন পাবে ছাড়া
তোমার মাঝেই হবে হারা
হৃদয়ে মোর তোমার সুরই
ধ্বনিবে গৌরবে ॥

(৪৫)

সেই সকাল হ'তে তোমার আসে
বসে আছি নদী তীরে
ঘনিয়ে এলো সাঁঝের আঁধার
তবু তো না এলে ফিরে !
যারা মোর সাথে এলো
একে একে ফিরে গেলো
একা স্বধু আছি ব'সে
ভাসিতে নয়ন নীরে।

(আমি) সাধিনু যে গান খানি
তোমারে শোনাব ব'লে
গাঁথিনু যে ফুল মালা
পরাতে তোমারি গলে,
(আমার) সে গান হোল না গাওয়া
শুকাল সে ফুল মালা
আশার আলোকটুকু
নিভে গেলো ধীরে ধীরে,
আঁধার ঘনাল তবু
তুমি তো না এলে ফিরে !

(৪৬)

(যবে) আঁধার ঘন শায়ন রাতে
নীরব গৃহ কোণে
একলা ব'সে তোমারি গান
গাই গো আপন মনে,
ভাবি সুধু তোমার যে সুর
অঝোর ধারায় ঝরছে মধুর
আমার এ গান মিলবে তারি সনে,
সুরের মাঝে তোমার পরশ
লাগবে শুভক্ষণে।

গভীর রাতে নয়ন যখন
জড়িয়ে আসে ঘুমে
শ্রান্ত দেহ বিজন ঘরে
লুটিয়ে পড়ে ভূমে,
ভাবি তোমার আমার সময় হোল
কখন বুঝি ডাকবে দুয়ার খোল!
চম্‌কে উঠে ব্যাকুল চোখে
চাই গো বাতায়নে,
শূন্য ঘরে কাঁদায় হিয়া
সিক্ত সমীরণে॥

---

(৪৭)

আজি মোর হৃদয় মাঝে
তোমার পূজার হোমের শিখা জ্বেলে
আপনাকে মোর নিঃস্ব ক'রে রিক্ত ক'রে
দিলেম আজি ঢেলে।
হয়ত বা মোর এই সাধনা
সব হারাবার আরাধনা
তোমার বুকে বাজবে কঠিন হ'য়ে,
হয়ত তোমার কঠিন বুকে
বাজবে না'সে হুখে সুখে
আপন মনে আপনি যাবে ব'য়ে
অনন্ত ঐ আঁধার পথে
ক্লান্ত পাখা মেলে।

আমি চাইব ব'লে পাছে
তুমি রইলে না মোর কাছে
(তাই) আজ সব চাওয়া মোর ঘুচিয়ে দিয়ে
বাহির হোলেম তোমার অভিসারে।
হয়ত দেখা এই জীবনে
হবে না মোর তোমার সনে,
মিছেই সুধু কেঁদে কেঁদে
বক্ষ আমার ভিজবে আঁখি ধারে।

তবু আমি চাইব নাকো আর
নীরবতায় সইব দুখ ভার
(সুধু) তোমায় ভেবেই কোন মতে
এই ধরণীর বক্ষ হ'তে
মিলিয়ে যাবো দিনের শেষে
আঁধার নেমে এলে ॥

(৪৮)

যদি ডাকার মত ডাক দিয়ে নাও মোরে
(তবে) কেগো আমায় ধূলার খেলায়
রাখবে আরো ধ'রে।
যদি ডাকার মত ডাক দিয়ে নাও মোরে।
কোন্ সে খেলা কোন্ সে বাঁধন
কার সে হাসি কাহার কাঁদন
ভুলিয়ে আমার রাখবে আরো
মিথ্যে খেলার খেলা ঘরে।
যদি ডাকার মত ডাক দিয়ে নাও মোরে।

খেলা সে তো কতই হোল
কাট্‌লো সারা বেলা,
এবার তোমার ডাকে
ভাঙ্গবে গো সেই খেলা ;
এক নিমেষে বাঁধন টুটে
ছুটি নিয়ে চলব ছুটে
নূতন খেলার তরে
যদি ডাকার মত ডাক দিয়ে নাও মোরে।

(৪৯)

(বুঝি) মোর কুটীরের সুমুখ পথে
তোমারি আনাগোনা
উতল হাওয়ায় যায় যে গো ঐ শোনা !
তোমার বাঁশীই কেবল বুঝি ওগো
মনে ভাবি যায় আমারে ডেকে
ঐ সবুজ ছায়ার, বীথির আড়াল থেকে !
পাগল সুরে কেবল ডেকে যায়
(আর) করে যে সে আন্‌মনা।

সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসে
ধূসর মাঠের পরে
প্রদীপটি মোর জ্বালাই যবে ঘরে,
শুনি হঠাৎ কা'র যেন ডাক্
নীরব পথের ধারে
চমকে ভাবি তুমিই বুঝি দ্বারে!
শেষে দেখি আর কিছু নয়
সুধুই হাওয়ায় দোলা
আর, পথের ধারে বাউল সে গায়
সন্ধ্যারি বন্দনা।

(৫০)

তুমি জগতের মাঝে বিরাজিত ওগো
কত রূপে কত সাজে
সুন্দর ওগো লুকায়ে রয়েছ
আমারো এ হৃদি মাঝে।
আমি অন্ধ নয়নে সারা ধরণীতে
খুঁজে ফিরি তোমা দিবসে নিশীথে
ওরূপ মাধুরী খুঁজিয়া না মেলে
বুকে সুধু ব্যথা বাজে।

তুমি সারা ধরণীর অঙ্গে অঙ্গে
জড়ায়ে রয়েছ কতনা রঙ্গে
কত রূপে রসে গন্ধে তোমার
স্বরূপ রয়েছে জাগি,
নয়ন আমার সেরূপ মাধুরী
পায় না দেখিতে স্নুধু মরে ঘুরি
মূরতিটি তব খুঁজিয়া খুঁজিয়া
সে যে তব অনুরাগী।

আজি এসো গো হে প্রিয় বারেকের তরে
দেখা দাও মোরে সেই রূপ ধ'রে
যে রূপ মাধুরী শয়নে স্বপনে
অন্তরে মম রাজে।

(৫১)

কত আর ভাসবো বল
হে প্রিয় নয়ন নীরে ?
ক্লান্ত দিনের আলো
ঐ তো নিভিছে ধীরে।
জীবনের যত খেলা যত চাওয়া যত পাওয়া
যত কথা যত ব্যথা যত স্মৃতি যত মায়া
সকলি দিয়েছি বলি তোমারি পায়ে ;
তবুও হে পাষাণ—
আজিও না এলে ফিরে।

হে নিঠুর নীরব দেবতা, আমার
মুছিবেনা কিগো নয়নের ধার ?
তোমার তরীটি ভিড়িবেনা কিগো
আমার নদীর এ তীরে॥

(৫২)

প্রিয় তোমার লাগি
কেঁদে কেঁদে মোর নীরবে কাটিল
কতনা যামিনী জাগি।
(আমি) কত দেশে দেশে কত ভালবেসে
জনমে জনমে কতবার এসে
ঘুরিনু তোমারে মাগি।

কত আশা যাওয়া
কত গান গাওয়া
বাতায়নে ব'সে কত পথ চাওয়া
মিছে হোল নাহি মনে,
সুধু আসি যাই
সুধু গান গাই
চমকি তেমনি পথ পানে চাই—
আজো সুধু আনমনে।

কত দিন আর হে প্রিয় আমার
এমনি রহিব জাগি?
দরশ পিয়াসী এ হৃদয় ল'য়ে
হয়ে প্রেম অনুরাগী॥

———

(৫৩)

(তুমি) সুখের দিনে আসোনাতো
সুখের ভাগী হ'য়ে
(কেবল) দুখের দিনে বেড়াও আমার
দুখের বোঝা ব'য়ে।

বসন্তের ঐ জোস্না রাতে
(আমি) বেড়াই যখন সবার সাথে
তখন ওগো তোমার কথা
পড়ে না মোর মনে,
তাইতে ওগো অভিমানি
আসোনা মোর কাছে জানি ;
সুধু আড়াল থেকে বাঁশী তোমার
বাজাও ক্ষণে ক্ষণে।

দখিনের ঐ পাগল হাওয়ায়
মরমে মোর দোল দিয়ে যায়
সুরটি র'য়ে র'য়ে।

(যবে) দুখের মাঝে আপন-হারা
নয়নে মোর অশ্রু ধারা
অঝোর ধারায় ঝরে,

(যবে) দুখের বোঝা ল'য়ে মাথে
চলতে না'রি সবার সাথে
বিষম বোঝার ভরে,
(কেবল) তখন তুমি সঙ্গে চল—
সে বোঝা মোর ল'য়ে:
(আমার) দুঃখ রাতের বন্ধু ওগো,
দুখের বোঝা ব'য়ে।

(৫৮)

কে বলে এ ধরা সুধু দুখে ভরা
কে বলে গো সুখ নাই হেথায়
কে বলে মানবে পাঠায়েছ ভবে
জ্বালাইতে সুধু দুখ ব্যথায়।
সুন্দর ওগো দেবতা আমার
তোমারে যে নাহি জানে,
সেই সুধু বলে এ তব ধরার
সুখ নাই কোন খানে।
সেই সুধু দোষে নিশিথে দিবসে
সুখময় তব বসুধায়।

তোমার প্রেমেতে হইয়ে বিভোর
ওগো প্রিয়তম এজীবনে মোর
আমি তো নেহারি সুন্দর সবি
উছলিত তব প্রেম সুধায়।

তব নাম গেয়ে যে পথেতে চলি
আপনা হারায়ে নেহারি সকলি
ভরিয়া রয়েছে ওগো অপরূপ
তোমারি মধুর রূপ শোভায়।

(৫৫)

প্রাণের মাঝে যে প্রাণ মম
তোমার সাথে মিলবে ব'লে
লুকিয়ে ছিল নিভৃত মোর
হৃদয় পদ্ম শতদলে ;
আজকে তাহার ঘুচলো আড়াল
টুটলো গো তার সব মায়াজাল
বাঁধন হারা ছুটলো ধেয়ে
ঐ অসীম নীল গগন তলে।

কি জানি আজ কাহার গানে
এমন দোলা লাগলো প্রাণে
হৃদয় আজি কাহার পাণে
ছুটলো ব্যাকুল হ'য়ে
গোপন তাহার সকল আশা
সব কামনা ল'য়ে।
বাহির হ'তে খেলার সাজে সাজি,
সেকি তুমি, তুমিই প্রিয় আজি
ডাক দিয়েছ গান গাহিবার ছলে।

(৫৬)

(আমি) এসেছি আজ গাইব ব'লে
শেষ বিদায়ের পালা
পরিয়ে দিতে কণ্ঠে তোমার
গানের সুরের মালা
(যদি) গাইতে গিয়ে গানের মাঝে
সুর কেটে যায় ভয়ে লাজে
মিছেই যদি হয় গো সুধু
অশ্রুবারি ঢালা।
তুমিই প্রিয় গেয়ো আমার
শেষ বিদায়ের পালা।

যদি আমার গানের মাঝে
অর্থ কিছুই নাহি রাজে
(তবে) তোমার প্রাণের অর্থ দিয়ে
আমার সুরে সুর মিলিয়ে
তুমিই প্রিয় শেষ ক'রে মোর
শেষ বিদায়ের পালা,
আপন হাতেই কণ্ঠ তব
পরো গানের মালা ॥

(৫৭)

(আজি) ব'সে আছি নিশি জাগি।
ঝর ঝর ঝর ঝরে বাদল
আমারো নয়নে ঝরিছে জল ॥
পরাণ আমার কাঁদে কেবল
আজি বঁধু তোমা লাগি।
ঘুম ভোলা আঁখি পাতে
তুমিও কি বঁধু আমারি মতই
ব'সে আছ আজি রাতে ?
একেলা ব'সে ভাবিছ কি
আমারে ই হে অনুরাগী ॥

থেকে থেকে মোর দুয়ার পরে
ঝড়ের হাওয়ায় আঘাৎ করে
চমকিয়া ভাবি তুমি বুঝি
এলে বঁধু আজি ঘরে।
(নিরাশায়) কাটে নিশি মোর আনমনে
জল ঝরে স্থধু দুনয়নে,
আজ বাদল নিশিথে তোমারে মাগি
বসে আছি একা জাগি।

(৫৮)

স্থন্দর আজি এসেছে আমার
ভাঙ্গা এ কুটীর দ্বারে
(আমি) কি দিয়ে আজিকে তুষিব তাহারে
সাজাব কি ফুল হারে।
নাহিক আমার স্বর্ণ আসন
নাহিক আমার রত্ন ভূষণ
কি দিয়ে সাজায়ে কোন আসনেতে
বসাব গো দেবতারে।
(আজি) ভাঙ্গা এ কুটীর দ্বারে॥

দীর্ঘ দিবস গত হ'য়ে গেছে
বিজন কুটীর ঘিরে
ম্লান সন্ধ্যার বিবশ আঁধার
নীরবে নামিছে ধীরে,
(আজি) বিদায় ব্যথায় ঝরে আঁখি লোর
নয়নে জড়ায়ে আসে ঘুম ঘোর
দুরু দুরু হিয়া কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে
কেমনে কি কথা কব তার সনে
বিদায় বেলায় কি ফুল মালায়
সাজায়ে যাবোগো তারে,
অতিথি সে যে গো দ্বারে ॥

---

(৫৯)

কত মতে তুমি জানালে তোমারে
কত না বেদনা দিয়ে
তুমি যে রয়েছ বোঝালে সে কথা
কত যে গো কাঁদাইয়ে !
সুখের আবেশে যত বার আমি
ভুলেছি তোমারে হে জীবন স্বামী !
ততবার তুমি দাঁড়ায়েছ এসে
দুখ দীপ জ্বালাইয়ে।

(আমি) দুখ পেয়ে যবে বড় বেদনায়
ভাবিয়াছি মনে বুঝি তুমি নাই
তখনি আবার এসেছ সুমুখে
প্রেমের আলোটি নিয়ে।
"আছ আছ তুমি সকল ভুবনে
আছ আছ, মম অন্তরে মনে,"
এ কথাটি তুমি হাজার রকমে
দিয়েছ গো জানাইয়ে !

(৬০)

কত কাল হ'তে ব'সে আছি আশে
নীরব কুটীরে মোর
হতাশায় ওগো ঝরায়েছি কত
ব্যথিত নয়ন লোর।

ফাল্গুনে যবে ডেকেছে বনের পাখী,
চমকি ভেবেছি তুমি বুঝি গেলে ডাকি :
মর্ম্মর ধ্বনি বাহিরে শুনেছি যবে
ভাবিয়াছি বুঝি তব পদধ্বনি হবে
ভাবিয়াছি দূর রাখালের বাঁশী রবে
(বুঝি) তোমারি বাঁশীর স্বর !

(যবে) শ্রাবণ নিশীথে চঞ্চলি বারে বারে
বাদল হাওয়ায় আঘাত দিয়েছে দ্বা
চমকি চেয়েছি ব্যাকুল নয়ন মেলে
ভাবিয়াছি মনে তুমি বুঝি বঁধু এলে
অথবা গোপনে ডেকে বুঝি ফিরে গেলে
দেখিয়া রুদ্ধ দ্বোর !

(৬১)

(যবে) জোস্না রাতে একলা ব'সে
বাতায়নের ধারে
তোমার লাগি সুদূর পানে
চাই গো বারে বারে ;
পাইনে দেখা মেলি ব্যাকুল আঁখি
দেখার আশে কেবল চেয়ে থাকি
(আর) গভীর ব্যথায় বুক ভেসে যায়
নয়ন জলের ধারে।

ঘরের প্রদীপ ক্লান্ত হ'য়ে আসে
বাইরে ধরা জোস্না ধারায় ভাসে
নিঝুম রাতে সুদূর গগন তলে
তারা গুলি রয় গো সুধু চেয়ে।
তখন তুমি যাও কি চুপে চুপে
নীরব ওগো জোস্না ধারার রূপে
অকারণে অমনি ভেসে যাওয়া
তন্দ্রা জড়া মেঘের তরী বেয়ে।
তখন তব অলস ছুনয়ানে
বারেক এ মোর বাতায়নের পানে
যাওকি চেয়ে, নেশার মত
দূরের অভিসারে।

(৬২)

(সুধু) তোমার গানের পরশ টুকু
লাগে আমার প্রাণে
পাগল ক'রে ব্যাকুল হিয়া
টানে দূরের পানে।
কেবল আমায় করে আপন ভোলা।
মনের মাঝে দেয় সারাক্ষণ দোলা।
আবার কভু নীরব রহে
বিপুল অভিমানে।

হয়ত আমি দিনের কাজে
অমনি ভুলে যাই
তাই বুঝি গো ক্লান্ত সাঁঝে
আবার সাড়া পাই ;
নেশার মত আবার সে সুর মোরে
পরশ দিয়ে যায় যে আবেগ ভরে,
নীরব রাতের গোপন পথে
আবার দূরে টানে।

(৬৩)

একলা তুমি ওগো আপন মনে,
বেড়াও ঘুরে কেবল অকারণে,
স্বপ্ন লোকের শুভ্র রথে
বেড়াও আলো ছায়ার পথে
(কভু) ডাক দিয়ে যাও হাহির হ'তে
সঙ্গোপনে।

দেখা তুমি না দাও প্রিয় কভু
তোমার লাগি ব্যাকুল আঁখি তবু
দেখার আশে রয় গো চেয়ে দূরে,
পাগল হিয়া মরে কেবল ঘুরে
ঘর ছাড়ান তোমার বাঁশীর সুরে
রিক্ত মনে।

কত কালের এই যে চেয়ে থাকা
গোপন ব্যথা বক্ষে ঢেকে রাখা
সফল হবে কোথায় কেবা জানে,
কোন সে ব্যাকুল দিনের অবসানে
তোমায় আমায় মিলবে প্রাণে প্রাণে
কোন সাধনে।

(৬৪)

(তুমি) কোন পথেতে যাওগো আসো
কেমন সাজে,
কোন পথে যে গান গেয়ে যাও
ভুবন মাঝে,
(আমি) কেবল ভাবি কেবল ব'সে ভাবি
আপন মনে

আর চেয়ে থাকি ব্যাকুল আঁখি মেলি
অকারণে
মিথ্যে আশে তোমার লাগি
সকাল সাঁঝে।

এমনি ক'রে দিন কাটে মোর
কেবল চেয়ে চেয়ে
ক্লান্ত সুরে তোমার তরে
কেবলি গান গেয়ে ;
ভোরের বেলায় ডাকলে পাখী চমকে ভাবি
ঐ বুঝি গো এলে এলে
সন্ধ্যা বেলায় ডুবলে রবি আবার ভাবি ,
ঐ পথে কি লুকিয়ে গেলে।

(কেবল) ডাক দিয়ে যাও কভু তুমি
স্বপন মাঝে
চম্‌কে উঠে তখন সুধু
মরি লাজে ॥

(৬৫)

(আজি) ফাগুন হাওয়ায় মনের বনে
দোল দিয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে
পাগল ক'রে,
কাহার যেন বাঁশীর সুরে
আনন্দ আজ জগত জুড়ে
পড়ছে ঝ'রে
কাহার যেন গোপন অভিসার
ভুবন আজি জানায় বারে বার
আকাশ আলো চাইছে যেন কার
দরশ তরে !

তুমিই বুঝি আসবে আজি
সেই অপরূপ সাজে সাজি,
যেরূপ লাগি ঝরল আঁখি
জনম ভরে।

(৬৬)

আর আমি চাইব কতো বল ?
চেয়ে চেয়ে কতো বা আর
ফেলব নয়ন জল ?
সেই যে তুমি ডাক দিয়েছ প্রাতে
সারাটি দিন কাটলো সে আশাতে
আবার যদি বারেক ভুলে
ডাকহে চঞ্চল !
এই যে আমার গান গাওয়া আর
কেবল চেয়ে থাকা
তোমার ছবি কল্পনাতে
কেবল বসে আঁকা ;
একেবারেই সব কি মিছে হবে ?
জীবন ভ'রে দূরেই কিগো রবে—
আধেক ফুটেই ঝরবে কি মোর
আশার শত দল ?

(৬৭)

জীর্ণ এ মোর প্রাণের তরী
আপনি ভেসে যায়,
কে জানেগো লাগবে গিয়ে
কোন সে কিনারায়।
নাই কো কোন পথ জানা নাই
কোন পথেই নাই মানা নাই
কেবল আমি যাই ভেসে যাই
দুরন্ত আশায়!

(আমার) কতো মরণ চলার বেগে
রইলো পড়ে পিছে
কত জীবন পথ খুঁজে যে
কাটল কেবল মিছে ;
বোঝা যত পথের মাঝে
বোঝাই করি সকাল সাঁঝে
আজো কেবল ভয়ে লাজে
ধাই গো অজানায়।
আজো কেবল ভেবে মরি
কোন ঘাটে যে ভিড়বে তরী
কোন পাড়ে সব উজাড় করি
দেব তোমার পায়।

(৬৮)

(তুমি) এমন ক'রে আর আমারে
রেখনা এক ধারে
সবার মাঝে লজ্জা গো আর
দিওনা বারে বারে।
লোকের মাঝে বলি আমি
তুমিই গো মোর জীবন স্বামী
শুনে তারা কৌতুকেতে
চায় গো আঁখি ঠারে।

চৈতি রাতে বিশ্ব যখন
জোস্না ধারায় ভাসে
বলি তাদের গর্ব্ব ভরে
ঐ বুঝি সে আসে!
শেষে যখন ভোরের বেলায়,
হেসে তারা মুখ পানে চায়
লাজে আমি যাইগো মরে
ভাসি অশ্রু ধারে।
শ্রাবণ রাতে বাহির যবে
ঝড় বাদলে মাতে
বলি তাদের আমার প্রিয়
আসবে আজি রাতে,

শুনে তারা পাগল বলে হাসে
আমি সুধু চাই গো তব আশে
জেগে থেকে ভোরের বেলায়
অশ্রু মুছি হা'রে।

(৬৯)

(আমি) তোমায় ভাল বেসেছিলেম মনে
এই কথাটি সত্য ক'রো
আমার এ জীবনে।
গান গেয়েছি যত আমি পথ চেয়েছি যত
জীবন ভ'রে যে অশ্রু মোর
ঝরল অবিরত,
সে'তো কেবল তোমার লাগি
তোমার আরাধনে,
সত্য ক'রো এই কথাটি
আমার এ জীবনে।

যে পথ আমি খুঁজে খুঁজে
ফেলে এলেম পিছে
সুমুখ পানে টান্‌ছে যে পথ
তাও যদি হয় মিছে,
তবু আমি ফিরেছি যে তোমারি অন্বেষণে
সত্য ক'রো এই কথাটি
আমার এ জীবনে ॥

(৭০)

ফুলের সাজি সাজিয়ে আজি
কে আসে ঐ বনের পথে,
হাসির মত চৌদিকেতে—
ছড়িয়ে সমীরণের রথে ?
কে আসে গো কোন অতিথি
কাঁপিয়ে ব্যাকুল শ্যামল বীথি
আবেশ মাখা সুরের মত
কোন সাগরের ওপার হ'তে।

বিশ্ব গানের সুর খেলে তার
রঙীন পায়ের কিঙ্কিনীতে,
হৃদয় মম ঐ পায়ে আজ
চায় গো সবি বিলিয়ে দিতে ;
ভাসিয়ে দিতে চায় যে আজি
আপনাকে ঐ সুরের স্রোতে।

(৭১)

আমি কবে যে, সে তোমার গানে
পাগল হ'লেম নাই মনে
বাহির হ'লেম তোমার খোঁজে
কোন জনমের কোন ক্ষণে।

(আমি) হাজার বাধা বিঘ্ন ঠেলে
জনম মরণ পিছে ফেলে
আজো কেবল পথ চলি আর
খুঁজি তোমায় আনমনে।

(তুমি) কবে যে গো বাজিয়ে বাঁশী
বারেক ডেকে ছিলে হাসি
আজো এ মোর হৃদয় মাঝে
ফেরে সে সুর গুঞ্জরি,
তাইতো আমি সকল হারা
তোমার লাগি পাগল পারা
পথে পথে পথ হারিয়ে
ফিরি আজো সঞ্চরি।

কে জানে গো কোন সে দেশে
কোন জনমে কেমন বেসে
তোমার সাথে হৃদয় আমার
মিলবে প্রেমের বন্ধনে

(৭২)

(যবে) বাদল রাতে রইগো জেগে
আসবে তুমি ব'লে,
দুয়ার খুলে বিজন ঘরে
ভাসি নয়ন জলে !
(আমি) বারে বারে বাহির পানে
চাইগো ফিরে ব্যাকুল প্রাণে,
কি যেন গো ভয়ে আশায়
কেবল হিয়া দোলে।

(কভু) ঝোড়ো হাওয়ায় বজ্র হেঁকে
জানায় যেন ডেকে ডেকে
আসবে তুমি হে অপরূপ
আসবে আজি রাতে,
সুদূর ওগো তোমার লাগি
ঘুম ভুলে তাই রইগো জাগি
তবু সে ঘুম জড়িয়ে আসে
ক্লান্ত নয়ন পাতে ;

(যবে) শ্রান্ত দেহ ঘুমের নেশায়
লুটিয়ে পড়ে গভীর নিশায়
তখন কিগো গোপন তুমি
ডাক দিয়ে যাও চ'লে ?

পানে
বাদল রাতের গানটি গাহি
যাও কি চলে সুদূর ওগো
নীরব আঁধার তলে ?

(৭৩)

তোমার বাঁশীর সুরটি প্রিয়
লাগলো আমার মনে
জানিনে যে লাগলো এসে
কোন সে শুভক্ষণে
যাছিল মোর সব বিলিয়ে
কেবল আমার আমি নিয়ে
বাহির হ'লেম তোমার লাগি
তোমার এ ভুবনে।

কে যে তুমি নাই জানা নাই
তবু আমি পথ খুঁজে ধাই
তোমার কথাই কেবল সুধাই
সুধাই বিশ্ব জনে।

ওগো আমার সুরের সাকী
তোমার দেখা মিলবে নাকি
মিছেই কি মোর কাটবে জীবন
খোঁজার আরাধনে !

(৭৪)

তোমার সুরটি থেকে থেকে
দেয় আমারে দোলা
তাই, কেবল আমার পথ চলা আর
কেবলি পথ ভোলা ।
আপন মনে এই জগতে
চলি আমি পথ বিপথে
দেখি তোমার সকল দ্বারই
রয়েছে নাথ খোলা

তুমি, কোন পথেতে ডাক দিয়ে যে
কোন পথে যাও চলে,
আমি, দেখা না পাই কেবল খুঁজে
ভাসি নয়ন জলে ;
জানিনে যে কোন সাধনে
কোন সে দিনের শুভক্ষণে
তোমার দেখা মিলবে গো মোর
শেষ হবে এই চলা।

(৭৫)

গভীর রাতে বাঁশী তোমার
বাজেগো কোন দূরে,
পাগল ক'রে ব্যাকুল হিয়া
বাজে ভুবন জুড়ে !
তখন, সবাই থাকে ঘুমে বিভোর
সুধু, ঘুম আসেনা নয়নে মোর
তোমার সে সুর গুঞ্জরিয়া
ফেরে হৃদয় পুরে।

আমি, ভাবি মনে কোন ভুবনে
কোন সুদূরে সংগোপনে
একলা ব'সে কি গান তুমি
বাজাও এ কোন সুরে।

(৭৬)

তুমি, ইসারাতে ডাক দিয়ে গো
অজানা পথ পানে,
পথের পথিক করলে আমায়
তোমার বাঁশীর গানে ;
ভেঙ্গে আমার আড়াল যত
ব্যথা দিলে কতই মত
তবু ওগো এমন ক'রে
টানলে গো কোন টানে !

লুকিয়ে থেকে ওগো সুদূর
একি তোমার খেলা নিঠুর !
আড়াল থেকে এ কোন বাঁধন
লাগালে মোর প্রাণে।

পেছনে মোর রইল যারা
ফেল্‌ছে তারা নয়ন ধারা,
ভুলিয়েছ যে তুমি আমায়
সে কি গো তারা জানে !

(৭৭)

আঁধার ক'রে আসে ভুবন
নামলো বাদল ধরণীতে,
আজ তুমি কি আস্‌বে গো ঐ
কাল মেঘের তরণীতে !
আকাশ আজি সজল আঁখি
কাঁদছে যেন থাকি থাকি
চেয়ে আছে শ্যামল ধরা
তোমার চরণ বুকে নিতে।
(আমি) এমন দিনে বিজন ঘরে
রইব বল কেমন ক'রে ;
কোন্ আশাতে বাঁধবো এ মোর
অশ্রু সজল হিয়া
নাই যদি গো আসো তুমি
হে মোর দরদীয়া !

(মোর) চিত্ত আজি দরশ লাগি
ব্যাকুল হ'য়ে আছে জাগি
মুক্ত করি হৃদয় দ্বার
গোপন তোমায় বরে নিতে ॥

(৭৮)

(তুমি) ডাক দিয়ে যাও আড়াল হ'তে
গানের সুরে,
(মোর) হৃদয় মাঝে বাজে সে সুর
বাজে মধুরে।
কি কথা যে যাও ব'লে যাও
কোন সুরে যে বাঁশী বাজাও
(আমি) কেবল শুনি, ভেবে মরি
আর, নয়ন ঝুরে।

(আমায়) ঘরের মাঝে ভুলিয়ে রেখে
ডাক দিয়ে যাও আড়াল থেকে
ওগো খেয়ালী।
ঘুচিয়ে প্রাণের আঁধার ঘোর
জাগাও তুমি নয়নে মোর
রূপের দেয়ালী!

মন লাগেনা ঘরের কাজে
সেই রূপেতে ভুবন মাঝে
তোমায় খুঁজে হৃদয় আমার
মরে যে ঘুরে ॥

(৭৯)

প্রেমের নদী বইছে প্রিয়
মুক্তি সাগর পানে,
বইছে যে সে উছল স্রোতে
তোমার প্রেমের গানে,
আমি ঘর বেঁধে তার দুই কূলেতে
জীবন মরণ খেলায় মেতে
কেবল আসি কেবলি যাই
যাওয়া আসার টানে।

আমার ঘরের দুয়ার পাশে
তোমার প্রেমের নদী
মন ভুলান গানের সুরে
বইছে নিরবধি ;

প্রভাত বেলার খেলায় ভুলে
(আমি) ফিরি গো তার কূলে কূলে
কেবল, তরঙ্গেরি সুরটি প্রিয়
লাগেনা মোর প্রাণে।

(৮০)

খুঁজে খুঁজে ফিরবো আমি
তোমায় নাহি পেয়ে
জীবন হ'তে মরণ পারের
যাবো গো পথ বেয়ে ;
বারে বারে আসব ঘুরে
তোমার পূজার লাগি,
এমনি করেই বিরহে নাথ
রইব নিশি জাগি
একলা আমি আপন মাঝে
ফিরবো কেবল তোমার কাজে
দুই কূলেতে তোমার গানই
ফিরবো গেয়ে গেয়ে।

দেখা যদি নাই বা মেলে
নাই পূরে গো আশা
তবু আমি চলবো নিয়ে
গোপন ভালবাসা।
জীবন মরণ ধন্য করি
তোমার প্রেমের বসন পরি
কেবল আমি তোমার লাগি
চলব পথ চেয়ে।

(৮১)

(তুমি) পারবে না তো রইতে ওগো
লুকিয়ে আমার নয়ন হ'তে
গানের সুরে পড়বে ধরা
পড়বে আমার চলার পথে।
লেগেছে আজ প্রাণে আমার
তোমার গানের সুরের মধু
(এবার) খুঁজে তোমায় ধরব প্রাণে
যতই সে দূর হোকনা বঁধু।
ভাসিয়ে দেবো আপনাকে মোর
তোমার মধুর সুরের স্রোতে॥

(৮২)

সারা দিন মোর ক্লান্ত নয়নে
মিছে হোল পথ চাওয়া
একটি জনম বৃথা হোল প্রিয়
তোমারে হোলনা পাওয়া।
(আমার) যত সাধ আশা প্রেমের পিপাসা
ঘুমায়ে ছিলগো প্রাণে,
ভাঙ্গিলনা ঘুম জাগিলনা তাহা
তোমারি মধুর গানে,
(সুধু) স্বপনের ঘোরে সারা দিন মান
মিছে হোল পথ ধাওয়া ॥

(আমি) গান গাবো বলে আনিনু যে বীণ,
(সুধু) তার বাঁধা আর হোল সারা দিন,
লাগিলনা সুর, প্রেমের আবেশে
হোলনাকো গান গাওয়া ॥

---

(৮৩)

তোমার প্রেম যে পেয়েছে নাথ
সেই তো ভবে রাজাধিরাজ,
নাই কো তাহার দুঃখ ব্যথা
নাই কোন ভয় নাই কোন লাজ !

মণি মাণিক কিবা আছে,
চাইবে যে, সে তোমার কাছে
(যদি) আপন হাতে পরিয়ে তারে
দিলে তোমার প্রেমের তাজ !

পাওয়ার এই জীবনে
তোমায় যে জন পেলো মনে
আর কি তাহার চাওয়ার মত
রইল কিছু ভুবন মাঝ !

———

(৮৪)

নীরব পথের পথিক বাউল
আপন মনে যায় গেয়ে,
বলে, আর কতকাল কাট্‌বে বলো
পথ চেয়ে মোর পথ চেয়ে !
তার, একতারাটী বাজায় থেকে থেকে
আর কচিৎ কোন পথিক জনে
সুধায় ডেকে ডেকে,
বলে, তোমরা কি কেউ জানো আমার
বঁধুর কথা ওগো ?
দিন যে আমার ফুরিয়ে এলো
আঁধার আসে ছেয়ে !

গলায় তাহার বন ফুলের মালা
হাতে আছে রঙীন্ বাঁশের বাঁশী
রঙটি চেয়ে দেখবে বড়ই কালো
তবু, মুখখানি তার সদাই হাসি হাসি !
তোমরা তো গো অনেক পথেই
করো আনা গোনা
দেখেছ কি সেই বঁধুরে মোর ?
সেও যে আমার পথের পথিক
চলে, বিশ্ব পথ বেয়ে !

———

(৮৫)

(যদি) উৎসব রাতে হে সাথী আমায়
নাই পড়ে তব মনে
(তবে) বিষাদ নিশীথে মনে ক'রো ওগো
মনে ক'রো অকারণে।

যদি প্রভাতের ফুল উৎসবে
ভুলে থাক মোরে সুখ কলরবে,
(তবে) বেলা অবসানে ডেকে নিও ওগো
ডেকে নিও তব কাঙ্গাল নিমন্ত্রনে।

ফাল্গুনে যদি সুর অনুরাগে
মোর গান খানি ভাল নাই লাগে,
এসো তবে এসো শ্রাবন নিশীথে
(মোর) অশ্রু ধারার সনে। . .
হৃদয়ের মাঝে নিভৃত কুঞ্জে
ব'সো প্রিয় নিরজনে!

(৮৬)

আমি চলেছি স্বধু চলেছি
চলেছি পথিক বেশে
জানিনে কোথায় কোন অজানায়
কোন সে দূরের দেশে !
কোন অতীতের গুহাতল হ'তে
জানিনে কে, মোরে এনেছে এ পথে
জানিনে কোথায় নিয়ে যাবে সে, যে
শ্রান্ত চলার শেষে !
চির অনন্ত এ চলার মাঝে
শুনি সদা কার বাঁশী যেন বাজে,
মাঝে মাঝে সে যে ডেকে বলে আয়
যাবি যদি পথ শেষে
নিশিদিন তাই বুঝে বা না বুঝে
চলি আমি ত'াঁরি পথ খুঁজে খুঁজে
(সেই) সুদূর পথের অজানা সাথীরে,
অন্তরে ভালবেসে।

(৮৭)

সুধু তোমায় ভাল বাসি ব'লে
আমি সবারে বেসেছি ভাল,
দেখেছি তাই সবার মাঝে
প্রিয় তোমার প্রেমের আলো।

আমার মনের গোপন পুরে
আঁধার যত ছিল জুড়ে,
(আজি) তোমার ঐ বিশ্ব প্রেমে
সকল আঁধার কাটল গো তার
ঘুচলো সকল কালো।

(আমি) তোমার এই বিশ্ব জনে
আড়াল ক'রে ব্যাকুল মনে
ছুটে ছিলাম কেবল তোমার তরে;
তাই এ বিরাট বিশ্ব ছায়ায়
আড়াল ক'রে ছিল যে তোমায়
আমার, রেখেছিল সকল প্রকাশ
আঁধার ক'রে মলিন ক'রে,
আজি তোমায় সবার মাঝে
পেয়েছি যে সকল সাজে;
আলো ওগো আলো!

তোমার প্রেমের প্রদীপ খানি
হৃদয়ে মোর আরো
দিনে দিনে পূর্ণ ক'রে জ্বালো

---

(৮৮)

আমার অভিমানের পালা
এবার শেষ হ'য়েছে
শুকিয়ে গেছে ভোরের গাঁথা
মিলনের মালা।
ঘনিয়ে এলো আঁধার রাতি
জ্বলবে না তায় সাঁঝের বাতি
এবার আঁধার ঘরে হবে আমার
বিরহ দীপ জ্বালা!
আশার কুসুম ঝরিয়ে সবি
ডুবলো আমার সুখের রবি,
এবার আঁধার ঘরে নূতন আশায়
(হবে) অশ্রু বারি ঢালা।

---

(৮৯)

(যদি) খেলার পালা ফুরাল আজ
যাবার বেলা হোল
(তবে) আবার কেন বীণার তারে
পুরোনো সুর তোল ?

আবার কেন জাগিয়ে তোলা
সেই পুরোণো গান
খেলা ঘরের সাথীর পরে
নীরব অভিমান ;
আবার কেন আগল দেওয়া
স্মৃতির দুয়ার খোল ?

গেল যা, তা দাও যেতে দাও
আসে যা তাই নাও তুলে নাও
যে জন ভুলে গেল চ'লে
এবার তারে ভোল ?

সমাপ্ত ।